ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : كتاب الصلوة (সালাত পর্ব)

1- اشرح أركان الصلاة وشروطها وسننها ومبطلاتها على المذهب الحنفي وفقا لما ورد في الهداية.

[হানাফী মাযহাব অনুসারে নামাজের রুকন, শর্ত, সুন্নাত ও নামাজ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের আলোকে ব্যাখ্যা কর।]

প্রশ্ন: হানাফী মাযহাব অনুসারে নামাজের রুকন, শর্ত, সুন্নাত ও নামাজ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা: ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সালাত বা নামাজ হলো অন্যতম। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এর আহকাম ও আরকানগুলো যথাযথভাবে পালন করা অপরিহার্য। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে লেখক শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে নামাজের শর্ত, রুকন, সুন্নাত ও ভঙ্গকারী বিষয়গুলো সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা করেছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

নামাজের শর্তাবলি (شروط الصلاة):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে, নামাজ শুরু করার আগে যেসব বিষয় নিশ্চিত করা জরুরি, সেগুলোকে 'শুরুত' বা শর্ত বলা হয়। এগুলো নামাজের বাইরের বিষয়। এগুলো হলো:

১. পবিত্রতা (الطهارة): নামাজির শরীর, পরিধেয় কাপড় এবং নামাজের স্থান পবিত্র হতে হবে। হাদাস (ওজুহীন অবস্থা) এবং নাজাসাত (অপবিত্রতা) থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। দলিল: **(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)** - "আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।"

২. সতর ঢাকা (ستر العورة): পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীর জন্য মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরজ। দলিল: **(خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)** - "প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান কর (সতর ঢাকো)।"

৩. কিবলামুখী হওয়া (استقبال القبلة): কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। যদি কেউ কিবলা চিনতে না পারে, তবে 'তাহাররি' বা প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে নামাজ পড়বে।

৪. সময় হওয়া (الوقت): নির্দিষ্ট ওয়াক্তে নামাজ পড়া। সময়ের আগে নামাজ হবে না।

৫. নিয়ত করা (النية): অন্তরে নামাজের সংকল্প করা। মুখে বলা জরুরি নয়, তবে মুস্তাহাব। দলিল: **(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)** - "আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।"

৬. তাকবীরে তাহরিমা (التحريمة): 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাজ শুরু করা। 'আল-হিদায়া' প্রণেতার মতে, এটি নামাজের শর্ত হলেও রুকনের সাথে সম্পৃক্ত। দলিল: **(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)** - "আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।"

নামাজের আরকান বা রুকনসমূহ (أركان الصلاة):

নামাজের ভেতরে যে ফরজগুলো পালন না করলে নামাজ বাতিল হয়ে যায়, সেগুলোকে রুকন বলে। হানাফী মাযহাবে নামাজের রুকন হলো:

১. কিয়াম বা দাঁড়ানো (القيام): সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ফরজ।

২. কিরাত বা কুরআন তিলাওয়াত (القراءة): হানাফী মাযহাবে ইমাম ও একাকী নামাজির জন্য কুরআনের যেকোনো স্থান থেকে কমপক্ষে একটি ছোট আয়াত পড়া ফরজ। (মুক্তাদির জন্য কিরাত পড়া নিষেধ)। দলিল: **(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)** - "কুরআন থেকে যা সহজ হয় তা পাঠ কর।"

৩. রুকু করা (الركوع): মাথা ও পিঠ সোজা রেখে ঝোঁকা। দলিল: **(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)** - "রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"

৪. সিজদা করা (السجود): কপাল ও নাক মাটিতে রাখা। 'আল-হিদায়া' মতে, কপাল ও নাক উভয়টি মাটিতে রাখা ওয়াজিব বা জরুরি, তবে শুধু কপাল রাখলেও আদায় হয়ে যাবে (মাকরুহসহ)।

৫. শেষ বৈঠক (القعدة الأخيرة): নামাজের শেষে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়াতু) পরিমাণ সময় বসে থাকা ফরজ।

নামাজের সুন্নাতসমূহ (سنن الصلاة):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থে নামাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আমল থেকে সুন্নাতগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো:

১. হাত উঠানো (رفع اليدين): শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরিমার সময় পুরুষরা কান পর্যন্ত এবং মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। (রুকুতে যাওয়ার সময় বা ওঠার সময় হাত উঠানো হানাফী মতে সুন্নাত নয়)।

২. হাত বাঁধা (وضع اليدين): পুরুষরা নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখবে। মহিলারা বুকের ওপর রাখবে। হিদায়ার ভাষ্য: **(وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ)**।

৩. ছানা পড়া (الثناء): প্রথম রাকাতে 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা...' পড়া।

৪. আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া: শুধু প্রথম রাকাতে কিরাতের আগে পড়া।

৫. আমিন বলা (التأمين): সূরা ফাতিহা শেষ হলে ইমাম ও মুক্তাদির নীরবে 'আমিন' বলা।

৬. তাসবিহ পাঠ: রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম' এবং সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলা।

৭. দরুদ ও দোয়া: শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ শরীফ ও দোয়া মাসুরা পড়া।

নামাজ ভঙ্গকারী বিষয় বা মুফসিদাত (مفسدات الصلاة):

যেসব কারণে নামাজ বাতিল বা নষ্ট হয়ে যায়, তাকে মুফসিদাত বলে। 'আল-হিদায়া'র আলোকে প্রধান কারণগুলো হলো:

১. কথা বলা (الكلام): ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত, অল্প হোক বা বেশি—নামাজে মানুষের সাথে কথা বললে নামাজ ভেঙে যাবে। দলিল: নবীজি (সা.) বলেছেন, **(إِنَّ**

(صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ - "আমাদের এই নামাজে মানুষের কোনো কথাবার্তা চলে না।"

২. আমলে কাসির (العمل الكثير): এমন কোনো কাজ করা, যা দেখলে দূর থেকে মনে হয় লোকটি নামাজ পড়ছে না। (যেমন—উভয় হাত দিয়ে কিছু ঠিক করা)।

৩. খাওয়া ও পান করা (الأكل والشرب): নামাজ অবস্থায় সামান্য কিছু খেলেও নামাজ ভেঙে যাবে। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার যদি চনের দানা পরিমাণ হয় এবং তা গিলে ফেলে, তবুও নামাজ বাতিল হবে।

৪. কিরাতে মারাত্মক ভুল করা (زلة القارئ): যদি এমন ভুল হয় যাতে অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে কুফরি বা বিপরীত অর্থ হয়ে যায়।

৫. ওজু ভেঙে যাওয়া (الحدث): নামাজের মধ্যে ওজু নষ্ট হলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

৬. কিবলা থেকে বুক ঘুরে যাওয়া: বুক কিবলা থেকে ঘুরে গেলে নামাজ হবে না।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, নামাজ আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। 'আল-হিদায়া' কিতাবে আল্লামা মারগিনানী (র.) নামাজের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে বিন্যস্ত করেছেন। আমাদের উচিত এই আহকামগুলো ভালোভাবে জেনে বিশুদ্ধভাবে নামাজ আদায় করা, যাতে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

2- بين أحكام سترة المصلي وشروطها وأقسامها وما يكره ويحرم فيها.
[নামাজীর সুতরার হুকুম, এর শর্তসমূহ, প্রকারভেদ এবং এ বিষয়ে যেসব বিষয় মাকরূহ ও হারাম তা বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন: নামাজীর সুতরার হুকুম, এর শর্তসমূহ, প্রকারভেদ এবং এ বিষয়ে যেসব বিষয় মাকরূহ ও হারাম তা বর্ণনা কর।

ভূমিকা: নামাজ হলো বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে গোপন কথোপকথন বা 'মুনাজাত'। নামাজের মধ্যে একাগ্রতা (খুশু-খুজু) বজায় রাখা একান্ত জরুরি। নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে মানুষ বা প্রাণী চলাচল করলে একাগ্রতা নষ্ট হয় এবং নামাজে বিঘ্ন ঘটে। এই বিঘ্ন থেকে বাঁচার জন্য শরিয়ত **'সুতরা'** ব্যবহারের বিধান দিয়েছে। হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে সুতরার আহকাম, শর্ত ও আদব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরার পরিচয় ও হুকুম (تعريف السترة وحكمها):

পরিচয়: 'সুতরা' (السترة) শব্দের অর্থ হলো আড়াল, পর্দা বা প্রতিবন্ধক। ফিকহের পরিভাষায়, নামাজি ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে মানুষের চলাচল রোধ করার জন্য এবং দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বস্তু স্থাপন করে, তাকে সুতরা বলা হয়।

হুকুম: হানাফী মাযহাব মতে, যদি নামাজি ব্যক্তি মনে করে যে তার সামনে দিয়ে কেউ চলাচল করতে পারে (যেমন—খোলা ময়দানে বা মসজিদে মানুষের চলাচলের রাস্তায়), তবে সুতরা স্থাপন করা **সুন্নাত বা মুস্তাহাব**। আর যদি সামনে দিয়ে কারো যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে সুতরা জরুরি নয়। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ)** অর্থ: "তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়ে, সে যেন সুতরা ব্যবহার করে, যদিও তা একটি তীর দ্বারা হোক।"

সুতরার শর্তসমূহ (شروط السترة):

'আল-হিদায়া' এবং ফিকহের অন্যান্য কিতাব অনুসারে একটি বস্তু সুতরা হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে:

১. উচ্চতা: সুতরাটি কমপক্ষে **এক হাত (এক হাত বা আধা গজ)** পরিমাণ লম্বা হওয়া উচিত। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি নামাজির সামনে **হাওদার পেছনের**

কাঠ (Makhrah) পরিমাণ কোনো বস্তু থাকে, তবে সামনে দিয়ে কেউ গেলে ক্ষতি হবে না।" হাওদার পেছনের কাঠ সাধারণত এক হাত পরিমাণ হয়।

২. পুরুত্ব বা মোটা হওয়া: সুতরাটি অন্তত একটি **আঙুল** পরিমাণ মোটা হওয়া উচিত। খুব বেশি সরু বা সুতার মতো হলে তা দূর থেকে দেখা যাবে না, ফলে উদ্দেশ্য সফল হবে না।

৩. অবস্থান: সুতরাটি নামাজি ব্যক্তির খুব কাছে হতে হবে, যাতে সিজদা করতে অসুবিধা না হয়, আবার খুব দূরেও না হয়। সর্বোচ্চ তিন হাত দূরত্বের মধ্যে থাকা উচিত।

৪. স্থিরতা: সুতরাটি এমন বস্তু হতে হবে যা স্থির থাকে। চলমান কোনো প্রাণী বা বাতাসের দোলানো গাছ সুতরা হিসেবে গণ্য হবে না (যদি না প্রাণীটি বসে থাকে)।

সুতরার প্রকারভেদ (أقسام السترة):

ব্যবহারযোগ্য বস্তুর ওপর ভিত্তি করে সুতরা কয়েক প্রকার হতে পারে:

১. স্থায়ী বস্তু: যেমন—মসজিদের দেয়াল বা খুঁটি (Pillar)। ইমাম বা একাকী নামাজি খুঁটিকে সামনে রেখে দাঁড়াবে।

২. অস্থায়ী বস্তু: যেমন—লাঠি পুঁতে দেওয়া, ব্যাগ রাখা, অথবা কোনো আসবাবপত্র সামনে রাখা।

৩. মানুষ বা প্রাণী: কোনো মানুষ বা পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকা কোনো ব্যক্তির পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে সেই ব্যক্তি সুতরা হিসেবে গণ্য হবে। তবে কারোর মুখের সামনে (মুখোমুখি) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া মাকরুহ।

৪. দাগ টানা (الخط): যদি লাঠি বা কোনো উঁচু বস্তু পাওয়া না যায়, তবে কি সুতরা হিসেবে মাটিতে দাগ টানা যাবে? এ বিষয়ে 'আল-হিদায়া'তে মতভেদ উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে দাগ টানা যথেষ্ট নয়। তবে পরবর্তী অনেক ফকিহ হাদিসের ভিত্তিতে দাগ টানাকে বৈধ বলেছেন।

ইমাম ও মুক্তাদির সুতরা: হানাফী মাযহাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো— **(سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِلْمُقْتَدِي)** অর্থাৎ, "ইমামের সুতরাই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট।" তাই জামাতে নামাজ পড়ার সময় পেছনের কাতারের মুসল্লিদের জন্য আলাদা সুতরার প্রয়োজন নেই। ইমামের সামনে সুতরা থাকলেই হবে।

সুতরা সম্পর্কিত মাকরূহ ও হারাম বিষয়সমূহ:

নামাজরত অবস্থায় সুতরা ও চলাচলের ক্ষেত্রে কিছু কাজ মাকরূহ ও হারাম বা গুনাহের কাজ:

১. নামাজির সামনে দিয়ে গমন করা (হারাম/গুনাহে কবিরা): সুতরা থাকলে সুতরার ভেতর দিয়ে এবং সুতরা না থাকলে সিজদার জায়গার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)** অর্থ: "নামাজির সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানত এতে কী পরিমাণ পাপ, তবে সে ৪০ (বছর/দিন) দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত।"

২. সুতরা ছাড়া চলাচলের রাস্তায় নামাজ পড়া (মাকরূহ): যেখানে মানুষের চলাফেরা আছে, সেখানে সুতরা ব্যবহার না করে নামাজে দাঁড়ানো মাকরূহ। কারণ এতে সে মানুষকে গুনাহগার বানাচ্ছে।

৩. গমনকারীকে বাধা দেওয়া (মাকরূহ ও বৈধতা): কেউ যদি সামনে দিয়ে যেতে চায়, তবে নামাজি তাকে ইশারা দিয়ে বা জোরে তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) বলে বারণ করতে পারে। এটি বৈধ। কিন্তু—

- তার সাথে মারামারি করা বা ধাক্কা দেওয়া যাবে না।
- নামাজ ছেড়ে দিয়ে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।
- 'আল-হিদায়া'র ভাষ্যমতে: **(يَدْرَأُ مَا اسْتَطَاعَ)** - "যথাশক্য বাধা দিবে (ইশারা বা শব্দ দ্বারা)।"

৪. দুই চোখের মাঝ বরাবর সুতরা রাখা (মাকরূহ তানজিহি): উত্তম হলো সুতরাটি ঠিক নাক বরাবর না রেখে সামান্য ডান বা বাম দিকে ঘেঁসে রাখা। যাতে সরাসরি

কেবলা ও সুতরার মাঝখানের সংযোগ না হয়। তবে সোজাসুজি রাখলেও নামাজ হয়ে যাবে।

উপসংহারঃ পরিশেষে বলা যায়, নামাজের আদব রক্ষা এবং একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য সুতরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ইমামের সুতরা মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট এবং বিনা প্রয়োজনে নামাজির সামনে দিয়ে হাঁটা মারাত্মক গুনাহের কাজ। আল্লাহ আমাদের নামাজের মর্যাদা রক্ষা করার তৌফিক দান করুন।

3- ناقش أحكام قراءة الفاتحة والسورة في الصلاة، اكتب موضعهما وحكمهما في السرية والجهرية.

[নামাজে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা পাঠের বিধান আলোচনা কর। গোপনে (সির্রী) ও সশব্দে (জাহরী) নামাজে এদের স্থান ও হুকুম লিখ।]

প্রশ্ন: নামাজে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা পাঠের বিধান আলোচনা কর। গোপনে (সির্রী) ও সশব্দে (জাহরী) নামাজে এদের স্থান ও হুকুম লিখ।

ভূমিকা: সালাত বা নামাজ হলো মুমিনের মেরাজ। আর নামাজের অন্যতম প্রধান রুকন হলো **'কিরাত'** বা কুরআন তিলাওয়াত। হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে সালাতের কিরাত সংক্রান্ত মাসআলাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, এর সাথে অন্য সূরা মিলানো এবং কখন শব্দ করে বা চুপে চুপে পড়তে হবে—এগুলো নামাজের বিশুদ্ধতার জন্য অপরিহার্য। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

নামাজে কিরাত পাঠের বিধান (حكم القراءة في الصلاة):

হানাফী মাযহাব মতে কিরাত পাঠের বিধানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: **ফরজ** এবং **ওয়াজিব**।

১. কিরাত পড়া ফরজ: নামাজে কুরআনের যেকোনো স্থান থেকে কমপক্ষে একটি ছোট আয়াত বা তিনটি ছোট আয়াত পরিমাণ পাঠ করা ফরজ। নির্দিষ্ট কোনো সূরা ফরজ নয়, বরং কুরআনের অংশ বিশেষ পড়লেই ফরজ আদায় হয়ে যাবে। **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)** অর্থ: "কুরআন থেকে যা সহজ হয়, তা পাঠ কর।" (সূরা মুজ্জাম্মিল: ২০)। 'আল-হিদায়া' প্রণেতা বলেন, এই আয়াতটি আম (ব্যাপক), তাই যেকোনো অংশ পড়লেই ফরজ আদায় হবে।

২. সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব: নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হানাফী মাযহাবে **ওয়াজিব**। যদি কেউ ভুলে সূরা ফাতিহা ছেড়ে দেয়, তবে সাহু সিজদা দিতে হবে। আর ইচ্ছাকৃত ছাড়লে নামাজ মাকরুহে তাহরিমি হবে (পুনরায় পড়া ওয়াজিব)। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)** অর্থ: "সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই।" হানাফী ফকিহগণ এই হাদিসের অর্থ করেছেন—"পরিপূর্ণ নামাজ নেই"। অর্থাৎ ফাতিহা ছাড়া নামাজ ত্রুটিপূর্ণ হবে।

৩. সূরা মিলানো (ضم السورة): সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা বা কমপক্ষে তিনটি আয়াত মিলানো **ওয়াজিব**। **দলিল:** হাদিসে এসেছে, নবীজি (সা.) সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতেন।

সূরা পাঠের স্থান বা মহল (موضع القراءة):

নামাজের কোন রাকাতে কিরাত পড়তে হবে, তা নামাজের ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন হয়:

১. ফরজ নামাজে: ফরজ নামাজের কেবল **প্রথম দুই রাকাতে** সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানো ফরজ/ওয়াজিব। শেষ দুই রাকাতে (৩য় ও ৪র্থ) কিরাত পড়া সুন্নাত বা মুস্তাহাব। সেখানে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া উত্তম, তবে না পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে। **আল-হিদায়ার ভাষ্য: (وَالْقِرَأَةُ فَرْضٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ)** - "প্রথম দুই রাকাতে কিরাত পড়া ফরজ।"

২. বিতর ও নফল নামাজে: বিতর এবং যেকোনো নফল বা সুন্নাত নামাজের **প্রতিটি রাকাতে** সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। কারণ নফল নামাজের প্রতিটি রাকাতই পূর্ণাঙ্গ নামাজ।

জাহরী (সরবে) ও সির্রী (নীরবে) কিরাত পাঠের বিধান:

নামাজের সময় ও জামাতের ওপর ভিত্তি করে কিরাত পাঠের দুই ধরণ রয়েছে: **জাহর** (উচ্চস্বরে) ও **সির** (নিচুস্বরে)।

১. জাহরী বা সরবে পাঠ করার স্থান: ইমামের জন্য নিম্নোক্ত নামাজগুলোতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া **ওয়াজিব**:

- ফজর, মাগরিব ও এশার নামাজের প্রথম দুই রাকাত।
- জুমুআ, দুই ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা)-এর নামাজ।
- রমজান মাসে তারাবিহ এবং বিতরের নামাজ।

একাকী নামাজির হুকুম: যদি কেউ একাকী (মুনফারিদ) নামাজ পড়ে, তবে জাহরী নামাজগুলোতে (ফজর, মাগরিব, এশা) সে চাইলে উচ্চস্বরে পড়তে পারে, আবার চাইলে নিচুস্বরেও পড়তে পারে। তবে উচ্চস্বরে পড়া উত্তম। **আল-হিদায়ার ভাষ্য: (الْمُنْفَرِدُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ)**।

২. সির্রী বা নীরবে পাঠ করার স্থান: ইমাম এবং একাকী নামাজি উভয়ের জন্য নিম্নোক্ত নামাজগুলোতে নীরবে বা মনে মনে কিরাত পড়া **ওয়াজিব:**

- জোহর ও আসরের নামাজ।
- মাগরিব ও এশার শেষ রাকাতসমূহ (ইমামের জন্য)।
- দিনের বেলার নফল নামাজ।

দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) দিনের বেলার নামাজে (জোহর-আসর) চুপিচুপি পড়তেন এবং রাতের নামাজে ও ফজর নামাজে শব্দ করে পড়তেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের ইজমা বা ঐকমত্য এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মুক্তাদির কিরাত পাঠের বিধান (حكم قراءة المؤتم):

হানাফী মাযহাবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র মাসআলা হলো—ইমামের পেছনে মুক্তাদি (অনুসারী) কিরাত পড়বে কি না? 'আল-হিদায়া' এবং হানাফী ফিকহ অনুসারে—**মুক্তাদি কোনো নামাজেই (জাহরী বা সির্রী) সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পাঠ করবে না।** ইমামের কিরাত-ই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট।

দলিলসমূহ:

- **কুরআন:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)** অর্থ: "যখন কুরআন পাঠ করা হয় (নামাজে), তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো।" (সূরা আরাফ: ২০৪)। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইমাম যখন পড়েন, তখন মুক্তাদিকে চুপ থাকতে হবে।
- **হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)** অর্থ: "যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাত-ই তার কিরাত হিসেবে গণ্য হবে।" (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ)।
- **যুক্তি:** ইমামকে অনুসরণ করার জন্যই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যদি মুক্তাদি নিজেই পড়ে, তবে ইমামের অনুসরণের অর্থ থাকে না।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, নামাজে কিরাত পাঠের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হানাফী মাযহাবে সূরা ফাতিহা পড়া এবং সূরা মিলানো ওয়াজিব। ইমামের জন্য নির্দিষ্ট নামাজে উচ্চস্বরে এবং নির্দিষ্ট নামাজে নিম্নস্বরে পড়া ওয়াজিব। আর মুক্তাদির দায়িত্ব হলো ইমামের কিরাত মনোযোগ সহকারে শোনা এবং চুপ থাকা। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত এই বিধানগুলো মেনে চললে নামাজ পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত হবে।

4- اذكر أحكام القنوت مع بيان مواضعه ووظيفته وحكم تركه في الصلاة.

[কুনুতের বিধান উল্লেখ কর; কুনুত পড়ার স্থানসমূহ, উদ্দেশ্য ও নামাজে কুনুত ছেড়ে দিলে তার হুকুম বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন: কুনুতের বিধান উল্লেখ কর; কুনুত পড়ার স্থানসমূহ, উদ্দেশ্য ও নামাজে কুনুত ছেড়ে দিলে তার হুকুম বর্ণনা কর।

ভূমিকা: সালাতের মধ্যে আল্লাহর কাছে বিশেষ প্রার্থনা বা দোয়া করাকে 'কুনুত' বলা হয়। হানাফী মাযহাবে বিশেষ করে বিতর নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। 'আল-হিদায়া' কিতাবে বিতর নামাজের আলোচনার সাথে 'দোয়ায়ে কুনুত'-এর আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি ইবাদতের পূর্ণতা এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার বিনয় প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যম।

কুনুতের পরিচয়:

- **আভিধানিক অর্থ:** কুনুত (القنوت) শব্দের অর্থ হলো—দোয়া করা, বিনয় প্রকাশ করা, আনুগত্য করা বা চুপ থাকা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** নামাজে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট বাক্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করাকে কুনুত বলা হয়।

১. কুনুতের বিধান বা হুকুম (حكم القنوت):

হানাফী মাযহাব মতে বিতর নামাজে কুনুত পড়া **ওয়াজিব**। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার বলেন, যেহেতু বিতর নামাজ ওয়াজিব (ইমাম আবু হানিফার মতে), তাই এর ভেতরের বিশেষ আমল কুনুত পড়াও ওয়াজিব। এটি সুন্নাত বা নফল নয়। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বিতর নামাজে নিয়মিত কুনুত পড়তেন এবং সাহাবায়ে কেরামও এর ওপর আমল করেছেন।

২. কুনুত পড়ার স্থানসমূহ (مواضع القنوت):

কুনুত কখন এবং কোন নামাজে পড়তে হবে, এ বিষয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ আছে। 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী এর স্থান হলো:

- **নামাজ:** কুনুত শুধুমাত্র **বিতর নামাজে** পড়া হয়। (তবে বড় কোনো বিপদ বা দুর্যোগ দেখা দিলে ফজর নামাজে 'কুনুতে নাজেলা' পড়া যায়)।

- **রাকাত:** বিতর নামাজের **তৃতীয় রাকাতে** কুনুত পড়তে হবে।
- **অবস্থান (রুকুর আগে না পরে?):** হানাফী মাযহাব মতে, কুনুত পড়তে হবে **রুকুর আগে**।
    - **পদ্ধতি:** তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানোর পর 'আল্লাহু আকবার' বলে কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে (তাকবীরে তাহরিমার মতো)। এরপর হাত বেঁধে দোয়ায়ে কুনুত পড়তে হবে। এরপর রুকুতে যেতে হবে।
    - *(উল্লেখ্য: ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে রুকুর পরে কুনুত পড়তে হয়, কিন্তু হানাফী মতে তা রুকুর আগে)।*

দলিল: সাহাবী উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ (সা.) বিতর নামাজে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।"

৩. কুনুতের উদ্দেশ্য বা অজিফা (وظيفة القنوت):

কুনুতের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁর ইবাদতের স্বীকৃতি দেওয়া। হানাফী মাযহাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত দোয়াটি পড়া উত্তম। দোয়াটি হলো: **(اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ...)** অর্থ: "হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমারই কাছে ক্ষমা চাই, তোমার প্রতি ঈমান আনি এবং তোমার ওপরই ভরসা করি..."।

যদি কেউ এই দোয়া না জানে, তবে সে **(رَبَّنَا آتِنَا...)** অথবা তিনবার **(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)** পড়লেও কুনুতের হক আদায় হয়ে যাবে। এর মূল কাজ হলো আল্লাহর প্রশংসা ও প্রার্থনার মাধ্যমে নামাজের সমাপ্তি টানা।

৪. নামাজে কুনুত ছেড়ে দেওয়ার হুকুম (حكم ترك القنوت):

যেহেতু হানাফী মাযহাবে কুনুত পড়া ওয়াজিব, তাই এটি ছেড়ে দেওয়ার হুকুম নিম্নরূপ:

- **ভুলবশত ছেড়ে দিলে:** যদি কেউ ভুলে কুনুত না পড়ে রুকুতে চলে যায়, তবে তার ওয়াজিব ছুটে গেল। এমতাবস্থায় তাকে **সাহু সিজদা** (Sahu Sajdah) দিতে হবে। সাহু সিজদা দিলে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে।
    - *মাসআলা:* রুকুতে চলে যাওয়ার পর মনে পড়লে আর ফিরে আসা যাবে না (ফিরে এসে কুনুত পড়া যাবে না)। বরং নামাজ শেষে সাহু সিজদা দিতে হবে।
- **ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে:** যদি কেউ জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কুনুত ছেড়ে দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং তার নামাজ **মাকরুহে তাহরিমি** হবে। এই নামাজ পুনরায় আদায় করা (ওয়াজিবুল ইদাহ) জরুরি।
- **মুক্তাদির ক্ষেত্রে:** ইমাম যদি কুনুত পড়েন, তবে মুক্তাদিকেও ইমামের অনুসরণ করে কুনুত পড়তে হবে। ইমাম ভুলে গেলে মুক্তাদিও ইমামের অনুসরণে সাহু সিজদা দেবে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, কুনুত বিতর নামাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'আল-হিদায়া'র আলোকে আমরা জানতে পারি যে, এটি রুকুর আগে পড়তে হয় এবং এর মর্যাদা ওয়াজিব। তাই এটি পাঠে যত্নবান হওয়া উচিত এবং ভুলে গেলে সাহু সিজদার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের বিশুদ্ধভাবে নামাজ আদায়ের তৌফিক দিন।

5- تحدث عن أحكام سجدتي السهو مع بيان سببهما وكيفيتهما وموضعهما من الصلاة.

[সাজদায়ে সাহুর বিধান আলোচনা কর; এর কারণ, পদ্ধতি এবং নামাজে এর অবস্থান উল্লেখ কর।]

প্রশ্ন: সাজদায়ে সাহুর বিধান আলোচনা কর; এর কারণ, পদ্ধতি এবং নামাজে এর অবস্থান উল্লেখ কর।

ভূমিকা: মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। নামাজ আদায়ের সময় শয়তানের প্ররোচনায় বা অন্যমনস্কতার কারণে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এই ভুল সংশোধনের জন্য মহান আল্লাহ যে সহজ পদ্ধতি দান করেছেন, তাকে ফিকহের পরিভাষায় **'সাজদায়ে সাহু'** (سجدة السهو) বা ভুলের সিজদা বলা হয়। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে সালাতের ত্রুটি বিচ্যুতি মোচনের এই বিধানটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

সাজদায়ে সাহুর পরিচয় ও বিধান (حكم سجود السهو):

- **পরিচয়:** 'সাহু' শব্দের অর্থ হলো ভুল বা বিস্মৃতি। নামাজের ওয়াজিব কাজগুলো ভুলবশত ছুটে গেলে বা পরিবর্তিত হলে নামাজ শেষে অতিরিক্ত দুটি সিজদা দেওয়াকে সাজদায়ে সাহু বলে।
- **বিধান:** হানাফী মাযহাব মতে, সাজদায়ে সাহু আদায় করা **ওয়াজিব**।
  - যদি ভুল হওয়ার পর কেউ সাহু সিজদা আদায় করে, তবে তার নামাজ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।
  - আর যদি ভুল হওয়ার পরও সাহু সিজদা না দেয়, তবে সেই নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব (ওয়াজিবুল ইদাহ)। কারণ নামাজটি ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেছে।
  - **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ... فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)** অর্থ: "যখন তোমাদের কেউ নামাজে সন্দেহে পতিত হয় (বা ভুল করে)... সে যেন দুটি সিজদা করে নেয়।"

সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ (أسباب سجود السهو):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে, মূলত নামাজের কোনো **ওয়াজিব** কাজ ছুটে গেলে বা বিলম্বিত হলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. কোনো ওয়াজিব বর্জন করা: ভুলবশত নামাজের কোনো ওয়াজিব কাজ (যেমন—সূরা ফাতিহা পড়া, সূরা মিলানো, তাশাহহুদ পড়া, দরুদ পড়া) ছেড়ে দিলে।

- *দ্রষ্টব্য:* ফরজ ছুটে গেলে নামাজ বাতিল হয়ে যায় (সাহু সিজদায় কাজ হবে না), আর সুন্নাত ছুটলে সাহু সিজদা লাগে না।

২. ওয়াজিব আদায়ে বিলম্ব করা (تأخير الواجب): কোনো ওয়াজিব কাজ যথা সময়ে না করে দেরি করলে। যেমন—সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলাতে দেরি করা বা চিন্তা করতে থাকা।

৩. কোনো রুকন বা ফরজ আদায়ে বিলম্ব করা (تأخير الركن): যেমন—রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে দেরি করা বা প্রথম সিজদার পর দেরি করা।

৪. কোনো রুকন আগে-পিছে করা (تقديم الركن أو تأخيره): যেমন—কিরাতের আগেই রুকু করে ফেলা বা রুকুর আগে সিজদা করে ফেলা।

৫. কোনো রুকন একাধিকবার করা (تكرار الركن): যেমন—ভুলে এক রাকাতে দুইবার রুকু করা বা তিনবার সিজদা করা।

৬. সরবে ও নীরবে পাঠে ভুল করা: জাহরী নামাজে (ফজর, মাগরিব, এশা) ভুলে মনে মনে পড়া অথবা সির্রী নামাজে (জোহর, আসর) শব্দ করে পড়া।

নামাজে সাজদায়ে সাহুর অবস্থান (موضعه من الصلاة):

সাজদায়ে সাহু কখন আদায় করতে হবে—এ নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

- **হানাফী মাযহাব মতে:** সাজদায়ে সাহুর স্থান হলো **সালামের পরে**। অর্থাৎ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে এক সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা দিতে হয়।
- **শাফেঈ মাযহাব মতে:** সালামের আগে।

- **আল-হিদায়ার যুক্তি:** সিজদা যেহেতু নামাজের অংশ, তাই তা নামাজের শেষেই হওয়া উচিত, যাতে নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার পর ত্রুটি সংশোধন করা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) সালামের পরেই সাহু সিজদা করেছেন বলে হাদিসে বর্ণিত আছে।

সাজদায়ে সাহু আদায়ের পদ্ধতি (كيفية سجود السهو):

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সাহু সিজদা আদায়ের নিয়ম নিম্নরূপ:

১. নামাজের শেষ বৈঠকে বসে যথারীতি 'আত্তাহিয়াতু' (তাশাহহুদ) পাঠ করবে। ২. তাশাহহুদ শেষ হলে ডান দিকে **একবার সালাম** ফেরাবে। ৩. এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে **দুটি সিজদা** করবে (সাধারণ সিজদার মতোই তাসবিহ পড়বে)। ৪. দুটি সিজদা শেষ করে আবার বসে পুনরায় **তাশাহহুদ, দরুদ শরীফ এবং দোয়া মাসুরা** পাঠ করবে। ৫. সবশেষে ডান ও বাম উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।

মুক্তাদি ও মাসবুকের হুকুম:

- **ইমামের ভুল:** ইমাম যদি ভুল করেন এবং সাহু সিজদা দেন, তবে মুক্তাদিকেও ইমামের অনুসরণে সাহু সিজদা দিতে হবে।
- **মুক্তাদির ভুল:** ইমামের পেছনে থাকা অবস্থায় মুক্তাদি ভুল করলে তার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। ইমামের নামাজই তার জন্য যথেষ্ট।
- **মাসবুক (দেরিতে আসা ব্যক্তি):** মাসবুক ব্যক্তি তার ছুটে যাওয়া নামাজ আদায় করার সময় যদি ভুল করে, তবে তাকে একাকী সাহু সিজদা দিতে হবে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, সাজদায়ে সাহু নামাজের ত্রুটি সংশোধনের একটি অপরিহার্য বিধান। এটি আল্লাহর অসীম করুণার নিদর্শন যে, তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে পুরো নামাজ বাতিল না করে দুটি সিজদার বিনিময়ে তা কবুল করার সুযোগ দিয়েছেন। 'আল-হিদায়া' কিতাবে এর পদ্ধতি ও কারণগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

6- عرف صلاة الجماعة وحكمها وشروطها ولمن يجوز أن يؤم بالناس.

[জামাআতের নামাজের সংজ্ঞা, এর হুকুম, শর্তসমূহ এবং কারা ইমামতি করতে পারবেন তা বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন: জামাআতের নামাজের সংজ্ঞা, এর হুকুম, শর্তসমূহ এবং কারা ইমামতি করতে পারবেন তা বর্ণনা কর।–

ভূমিকা: ইসলাম সংঘবদ্ধ জীবনযাপনে বিশ্বাসী। সালাত বা নামাজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, আর 'জামাআত' হলো সেই নামাজের প্রাণ। জামাআতে নামাজ আদায় করা ইসলামের 'শিআর' বা মহান নিদর্শন। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে জামাআতের গুরুত্ব, ইমামতির যোগ্যতা এবং এর শর্তাবলি অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১. জামাআতের সংজ্ঞা (تعريف الجماعة):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'জামাআত' (الجماعة) শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো একত্রিত হওয়া, দলবদ্ধ হওয়া বা গোষ্ঠী।
- **পারিভাষিক অর্থ:** নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে, একজন ইমামের নেতৃত্বে মুসল্লিদের একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করাকে জামাআতে নামাজ বা 'সালাতুল জামাআত' বলা হয়। এতে মুক্তাদির নামাজ ইমামের নামাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

২. জামাআতের হুকুম (حكم الجماعة):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে, পুরুষদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে জামাআতে শরিক হওয়া **'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা'**। এটি ওয়াজিবের কাছাকাছি শক্তিশালী। বিনা ওজরে জামাআত তরক করা বা ছেড়ে দেওয়া গুনাহের কাজ এবং এটি মুনাফিকের লক্ষণ।

- **আল-হিদায়ার ভাষ্য: (الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ)** – "জামাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।"
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)** অর্থ: "একাকী নামাজের চেয়ে জামাআতে নামাজের মর্যাদা ২৭ গুণ বেশি।" অন্য হাদিসে নবীজি (সা.) জামাআতে

উপস্থিত না হওয়া ব্যক্তিদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, যা এর গুরুত্ব প্রমাণ করে।

৩. জামাআতের শর্তসমূহ (شروط الجماعة):

জামাআত সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমাম ও মুক্তাদির মধ্যে কিছু শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরি। 'আল-হিদায়া'র আলোকে প্রধান শর্তগুলো হলো:

- **ক. নিয়তের অভিন্নতা:** মুক্তাদিকে অবশ্যই ইমামের অনুসরণের নিয়ত করতে হবে। (ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত জরুরি নয়, তবে সওয়াব পেতে হলে জরুরি)।

- **খ. স্থান এক হওয়া (ইত্তেহাদুল মাকান):** ইমাম ও মুক্তাদি একই স্থানে বা একই চত্বরে হতে হবে। মাঝখানে যদি নদী, বড় রাস্তা বা এমন কোনো ব্যবধান থাকে যাতে ইমামের অনুসরণ বাধাগ্রস্ত হয়, তবে জামাআত হবে না।

- **গ. নামাজের ধরণ এক হওয়া:** হানাফী মাযহাব মতে, ইমাম ও মুক্তাদির নামাজ এক হতে হবে। অর্থাৎ, ইমাম যদি নফল পড়েন আর মুক্তাদি ফরজ, তবে সেই ইকতেদা সহীহ হবে না। তবে ইমাম ফরজ পড়লে মুক্তাদি নফল পড়তে পারবে।

- **ঘ. ইমামের নামাজ সহীহ হওয়া:** ইমামের নামাজ যদি কোনো কারণে (যেমন ওজু না থাকা) ফাসিদ বা বাতিল হয়, তবে মুক্তাদির নামাজও বাতিল হবে।

- **ঙ. মুক্তাদির অবস্থান:** মুক্তাদিকে অবশ্যই ইমামের পেছনে বা অন্তত সমান বরাবর দাঁড়াতে হবে। ইমামের আগে দাঁড়ালে নামাজ হবে না।

৪. কারা ইমামতি করতে পারবেন? (من يجوز أن يؤم بالناس):

ইমামতি একটি মহান দায়িত্ব। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে হাদিসের আলোকে ইমাম হওয়ার যোগ্যতার একটি ক্রমধারা (Priority List) বর্ণনা করা হয়েছে। যখন একাধিক যোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন, তখন কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তা নিম্নরূপ:

১. আ'লামুহুম বিস-সুন্নাহ (সবচেয়ে বড় আলেম): যিনি নামাজ ও পবিত্রতার মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। হানাফী মাযহাবে কারী (হাফেজ)-এর চেয়ে ফকিহ (আলেম)-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ

(সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামাজের ইমাম বানিয়েছিলেন, যদিও অন্য সাহাবীদের কিরাত তাঁর চেয়ে ভালো ছিল। কারণ তিনি ছিলেন ফিকহী জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ।

২. আকরাউহুম (সবচেয়ে ভালো কারী): যদি ইলমের দিক থেকে সবাই সমান হন, তবে যিনি কুরআনের কিরাত বা তিলাওয়াতে সবচেয়ে পারদর্শী ও বিশুদ্ধ এবং বেশি হাফেজ, তিনি ইমাম হবেন।

৩. আওরাউহুম (সবচেয়ে মুত্তাকী): যদি ইলম ও কিরাতে সমান হন, তবে যিনি বেশি আল্লাহভীরু বা পরহেজগার (হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকেন), তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

৪. আসান্নুহুম (বয়োজ্যেষ্ঠ): উপরের গুণাবলি সমান হলে, যিনি বয়সে বড় বা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী, তিনি ইমাম হবেন।

৫. আহসানুহুম খুলুকান (উত্তম চরিত্রের অধিকারী): যার চরিত্র ও ব্যবহার সবচেয়ে সুন্দর।

যাদের ইমামতি মাকরুহ বা অপছন্দনীয়: 'আল-হিদায়া' মতে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ইমামতি করা মাকরুহ:

- **ফাসিক:** যে প্রকাশ্যে গুনাহ করে।
- **বিদআতি:** যে শরিয়তে নতুন প্রথা চালু করে (আহলে সুন্নাতের আকিদা বিরোধী)।
- **ঘৃণিত ব্যক্তি:** যাকে মুসল্লিরা যুক্তিসঙ্গত কারণে অপছন্দ করে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, জামাআতে নামাজ আদায় মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে ইমাম নির্বাচনের যে মানদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তা যদি সমাজে অনুসরণ করা হয়, তবে যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। আল্লাহ আমাদের জামাআতের গুরুত্ব অনুধাবন করার তৌফিক দিন।

7- ناقش أحكام صلاة الجمعة مع ذكر شروط وجوبها وشروط صحتها وأحكام الخطبة.

[জুমুআর নামাজের বিধান আলোচনা কর; ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, সহীহ হওয়ার শর্ত এবং খুতবার বিধান উল্লেখ কর।]

প্রশ্ন: জুমুআর নামাজের বিধান আলোচনা কর; ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, সহীহ হওয়ার শর্ত এবং খুতবার বিধান উল্লেখ কর।

ভূমিকা: ইসলামী শরিয়তে জুমুআর নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি সাপ্তাহিক ঈদ এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক। আল্লাহ তাআলা এই নামাজের জন্য বেচা-কেনা বন্ধ করে মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে জুমুআর নামাজের শর্তাবলি (শুরুত) অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জুমুআর নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য স্থান, কাল ও পাত্রের বিশেষ শর্ত রয়েছে, যা অন্য নামাজের ক্ষেত্রে নেই।

জুমুআর নামাজের হুকুম (حكم صلاة الجمعة):

জুমুআর নামাজ প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও সুস্থ মুমিন পুরুষের ওপর **'ফরযে আইন'**। এটি জোহরের নামাজের স্থলাভিষিক্ত। কেউ জুমুআ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে, আর বিনা কারণে ছেড়ে দিলে ফাসিক হবে। **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাজের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে দ্রুত ধাবিত হও।" (সূরা জুমুআ: ৯)।

১. জুমুআ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি (شروط الوجوب):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে, সবার ওপর জুমুআ ফরজ নয়। যাদের ওপর জুমুআ ওয়াজিব বা ফরজ, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলি বা শর্ত থাকতে হবে:

1. **মুকিম হওয়া (الإقامة):** মুসাফির বা ভ্রমণকারীর ওপর জুমুআ ফরজ নয়। তবে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে।

2. **সুস্থতা (الصحة):** এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার মসজিদে যাওয়ার শক্তি নেই, তার ওপর জুমুআ ফরজ নয়।
3. **স্বাধীন হওয়া (الحرية):** ক্রীতদাস বা পরাধীন ব্যক্তির ওপর জুমুআ ফরজ নয়।
4. **পুরুষ হওয়া (الذكورة):** মহিলাদের ওপর জুমুআ ফরজ নয়। তারা ঘরে জোহর পড়বে।
5. **দৃষ্টিশক্তি ও হাঁটার শক্তি থাকা:** অন্ধ ও পঙ্গু ব্যক্তির ওপর জুমুআ ফরজ নয়।
6. **প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া:** শিশু ও পাগলের ওপর নামাজই ফরজ নয়।

২. জুমুআ সহীহ হওয়ার শর্তাবলি (شروط الصحة):

কারো ওপর জুমুআ ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও নামাজটি 'আদায়' বা 'সহীহ' হওয়ার জন্য বাহ্যিক কিছু শর্ত পূরণ করা জরুরি। 'আল-হিদায়া'র আলোকে এগুলোকে **'শুরুতে আদা'** বলা হয়। এগুলো হলো:

ক. শহর বা উপশহর হওয়া (المصر): হানাফী মাযহাবের মতে, ছোট গ্রাম বা জনমানবহীন স্থানে জুমুআ সহীহ হয় না। জুমুআ কেবল 'মিসর' (শহর) বা শহরের স্থলাভিষিক্ত বড় জনবসতিতে হতে হবে। **হিদায়ার দলিল:** হযরত আলী (রা.) বলেন: **(لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ)** অর্থ: "শহর বা বড় জনবসতি ছাড়া জুমুআ, তাকবীরে তাশরিক এবং দুই ঈদের নামাজ নেই।" *শহরের সংজ্ঞা:* হিদায়া প্রণেতা বলেন, যেখানে বিচারক (কাজী) বা শাসনকর্তা আছেন এবং দণ্ডবিধি কার্যকর করার ব্যবস্থা আছে, তাকেই মিসর বা শহর গণ্য করা হয়।

খ. সুলতান বা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি (السلطان): জুমুআ কায়েমের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির অনুমতি বা উপস্থিতি শর্ত। কারণ জুমুআতে বিশাল জনসমাগম হয়, অনুমতি না থাকলে ফেতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

গ. জোহরের ওয়াক্ত হওয়া (الوقت): জুমুআ অবশ্যই জোহরের ওয়াক্তে হতে হবে। সময়ের আগে বা পরে পড়লে তা সহীহ হবে না। ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে জুমুআ কাজা করা যায় না, বরং জোহর পড়তে হয়।

ঘ. খুতবা পাঠ করা (الخطبة): নামাজের আগে খুতবা দেওয়া জুমুআ সহীহ হওয়ার অন্যতম শর্ত। খুতবা ছাড়া জুমুআ হবে না।

ঙ. জামাআত বা লোকসংখ্যা (الجماعة): ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিনজন পুরুষ মুক্তাদি থাকা শর্ত (ইমাম আবু হানিফার মতে)। সাহাবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতে দুজন হলেও চলবে। তবে হানাফী মাযহাবে তিনজনের মতটিই শক্তিশালী।

চ. ইজনে আম বা সর্বসাধারণের অনুমতি (الإذن العام): মসজিদের দরজা সবার জন্য খোলা থাকতে হবে। কাউকে আসতে বাধা দেওয়া যাবে না। যদি রাজপ্রাসাদে দরজা বন্ধ করে জুমুআ পড়া হয়, তবে তা সহীহ হবে না।

৩. খুতবার বিধান ও আহকাম (أحكام الخطبة):

জুমুআর নামাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো খুতবা। 'আল-হিদায়া'তে খুতবার বিধানগুলো নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে:

- **খুতবার মর্যাদা:** খুতবা দেওয়া **শর্ত** এবং তা নামাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এটি জোহরের দুই রাকাতের স্থলাভিষিক্ত।
- **খুতবার বিষয়বস্তু:** খুতবায় আল্লাহর হামদ (প্রশংসা), সানা, কালিমায়ে শাহাদাত, দরুদ শরীফ এবং ওয়াজ-নসিহত থাকা সুন্নাত। তবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, কেউ যদি শুধু 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে খুতবা শেষ করে দেয়, তবুও জুমুআ আদায় হয়ে যাবে (তবে মাকরুহ হবে)।
- **দুটি খুতবা:** মাঝখানে বসে দুটি খুতবা দেওয়া সুন্নাত। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বদা দুটি খুতবা দিতেন এবং মাঝখানে বসতেন।
- **খুতবা শোনার হুকুম:** যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হবেন বা মিম্বরে বসবেন, তখন থেকে নামাজ পড়া ও কথা বলা নিষিদ্ধ। খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা এবং মনোযোগ দিয়ে শোনা **ওয়াজিব**। **হিদায়ার দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ)** অর্থ: "যখন ইমাম (খুতবার জন্য) বের হন, তখন আর কোনো নামাজ নেই, কোনো কথা

নেই।" এমনকি খুতবার সময় কাউকে 'চুপ কর' বলাও অনর্থক কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, জুমুআর নামাজ ইসলামের অন্যতম সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত শর্তাবলি—বিশেষ করে শহর হওয়া এবং জামাআতের শর্ত—প্রমাণ করে যে, জুমুআ কেবল একটি নামাজ নয়, বরং এটি মুসলিম উম্মাহর শক্তিমত্তা ও সংহতি প্রকাশের মাধ্যম। মুমিনদের উচিত জুমুআর সমস্ত শর্ত ও আদব রক্ষা করে এই মহান ইবাদত পালন করা।

৪- بين أحكام صلاة العيدين وقتها وكيفية أدائها وما يخصها من التكبيرات.
[দু'ঈদের নামাজের হুকুম, সময়, আদায়ের পদ্ধতি এবং এতে বিশেষ তাকবীরসমূহ বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন: দু'ঈদের নামাজের হুকুম, সময়, আদায়ের পদ্ধতি এবং এতে বিশেষ তাকবীরসমূহ বর্ণনা কর।

ভূমিকা: ইসলামে দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। এই দুই দিন মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে যে বিশেষ নামাজ আদায় করে, তাকে ঈদের নামাজ বা 'সালাতুল ঈদাইন' বলা হয়। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে ঈদের নামাজের বিধান, সময় ও পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এটি ইসলামের অন্যতম 'শিআর' বা নিদর্শন।

১. দুই ঈদের নামাজের হুকুম (حكم صلاة العيدين):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে, দুই ঈদের নামাজ আদায় করা **'ওয়াজিব'**।

- **শর্তাবলি:** জুমুআর নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য যেসব শর্ত প্রযোজ্য (যেমন—শহর বা মিসর হওয়া, সুস্থতা, পুরুষ হওয়া, স্বাধীন হওয়া ইত্যাদি), ঈদের নামাজের জন্যও সেই একই শর্ত প্রযোজ্য।
- **পার্থক্য:** জুমুআর নামাজের জন্য খুতবা দেওয়া 'শর্ত' (নামাজের আগে), কিন্তু ঈদের নামাজের জন্য খুতবা দেওয়া 'সুন্নাত' (নামাজের পরে)।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) এই নামাজ নিয়মিত আদায় করেছেন এবং কখনো তরক করেননি।

২. ঈদের নামাজের সময় (وقت الصلاة):

- **শুরু:** সূর্যোদয়ের পর যখন সূর্য কিছুটা ওপরে ওঠে এবং উজ্জ্বল হয় (ইশরাকের সময়), তখন থেকে ঈদের নামাজের সময় শুরু হয়। (মাকরুহ সময় পার হওয়ার পর)।
- **শেষ:** সূর্য 'জাওয়াল' বা ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত (দ্বিপ্রহর বা জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত) এর সময় থাকে।

- **মোস্তাহাব সময়:** ঈদুল আজহার নামাজ একটু তাড়াতাড়ি পড়া মোস্তাহাব (যাতে কুরবানির কাজ দ্রুত শুরু করা যায়) এবং ঈদুল ফিতরের নামাজ একটু দেরি করে পড়া মোস্তাহাব (যাতে মানুষ ফিতরা আদায় করতে পারে)।

৩. ঈদের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি (كيفية أداء صلاة العيد):

ঈদের নামাজ দুই রাকাত এবং এতে জামাআত শর্ত। একাকী ঈদের নামাজ হয় না। 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী হানাফী মাযহাবের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- **নিয়ত:** প্রথমে অতিরিক্ত তাকবীরসহ দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজের নিয়ত করবে।
- **প্রথম রাকাত:**
  - 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরিমা বাঁধবে।
  - ছানা (সুবহানাকাল্লাহ...) পড়বে।
  - এরপর **অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর** (জাওয়াইদ তাকবীর) দিবে। প্রতি তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে। প্রথম দুইবার হাত ছেড়ে দিবে এবং তৃতীয় তাকবীরের পর হাত বাঁধবে।
  - এরপর ইমাম সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করবেন। এরপর রুকু-সিজদা করে প্রথম রাকাত শেষ করবেন।
- **দ্বিতীয় রাকাত:**
  - দাঁড়িয়ে প্রথমে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করবেন (কিরাত আগে)।
  - কিরাত শেষ হওয়ার পর রুকুতে যাওয়ার আগে **অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর** দিবেন। প্রতিবার হাত উঠাবেন এবং ছেড়ে দিবেন।
  - চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবেন। (এখানে হাত উঠানো নেই)।
  - এরপর নামাজ শেষ করবেন।
- **খুতবা:** নামাজ শেষ হওয়ার পর ইমাম দুটি খুতবা দিবেন। জুমুআর মতো এই খুতবা শোনাও মুসল্লিদের জন্য ওয়াজিব।

আল-হিদায়ার ভাষ্য: হানাফী মাযহাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত এই পদ্ধতি (প্রথম রাকাতে কিরাতের আগে ৩ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পরে ৩ তাকবীর) গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. ঈদের বিশেষ তাকবীরসমূহ (التكبيرات):

ঈদের নামাজের সাথে সম্পৃক্ত দুই ধরণের তাকবীর রয়েছে:

ক. নামাজের ভেতরের অতিরিক্ত তাকবীর (تكبيرات الزوائد): ঈদের নামাজের মূল বৈশিষ্ট্য হলো প্রতি রাকাতে অতিরিক্ত ৩টি করে মোট ৬টি তাকবীর দেওয়া। একে 'তাকবীরাতে জাওয়াইদ' বলা হয়।

খ. তাকবীরে তাশরিক (تكبيرات التشريق): এটি ঈদুল আজহার সাথে নির্দিষ্ট। জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত (মোট ২৩ ওয়াক্ত) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর একবার তাকবীর বলা ওয়াজিব।

- **তাকবীরটি হলো: (اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَللّٰهُ وَاَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ اَلْحَمْدُ)**
- **হুকুম:** 'আল-হিদায়া' মতে, এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রত্যেক ফরজ নামাজির ওপর ওয়াজিব (একাকী বা জামাআতে)। আর ফতোয়াও এর ওপর। তবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে এটি কেবল শহরবাসী ও জামাআতে নামাজ আদায়কারীদের ওপর ওয়াজিব ছিল।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, ঈদের নামাজ মুসলিম উম্মাহর আনন্দ ও ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অতিরিক্ত তাকবীরের সাথে এই ওয়াজিব নামাজ আদায় করা এবং ঈদুল আজহায় তাকবীরে তাশরিক পাঠ করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের সঠিক নিয়মে ঈদের নামাজ আদায়ের তৌফিক দান করুন।

9- اذكر أحكام القصر والجمع في الصلاة وشروطهما وكيفيتهما.
[নামাজ কসর ও জমা করার বিধান, এর শর্তসমূহ ও পদ্ধতি উল্লেখ কর।]

প্রশ্ন: নামাজ কসর ও জমা করার বিধান, এর শর্তসমূহ ও পদ্ধতি উল্লেখ কর।

ভূমিকা: ইসলামী শরিয়ত মানুষের সাধ্য ও সুবিধার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখে। সফর বা ভ্রমণকালীন কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তাআলা নামাজ সংক্ষিপ্ত করার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে একত্রিত করার বিধান দিয়েছেন। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে মুসাফিরের নামাজের এই বিধানগুলোকে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে হানাফী মাযহাবে 'কসর' এবং 'জমা'র ধারণা অন্যান্য মাযহাব থেকে কিছুটা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

প্রথম অংশ: নামাজ কসর করার বিধান (أحكام القصر)

'কসর' (القصر) অর্থ কমানো বা সংক্ষিপ্ত করা। শরিয়তের পরিভাষায়, সফর অবস্থায় চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজকে দুই রাকাত পড়াকে কসর বলা হয়।

১. কসরের হুকুম (Ruling): হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, মুসাফিরের জন্য কসর করা **'ওয়াজিব'** বা আবশ্যক। এটি কেবল অনুমতি বা রুখসাত নয়, বরং এটিই আল্লাহর নির্ধারিত বিধান (আজিমাত)।

- যদি কোনো মুসাফির ইচ্ছা করে চার রাকাত পড়ে, তবে সে গুনাহগার হবে এবং সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করবে।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **(صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)** - "এটি একটি সদকা (অনুগ্রহ) যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন, সুতরাং তোমরা তাঁর সদকা গ্রহণ কর।"

২. কসর ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ (شروط القصر): 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী কসর করার জন্য তিনটি মূল শর্ত রয়েছে:

- **ক. সফরের দূরত্ব (مسافة السفر):** শরিয়ত নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করা। আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন, তিন দিন ও তিন রাতের পথ অতিক্রম করা। আধুনিক পরিমাপে ফকিহগণ একে **৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার** সাব্যস্ত করেছেন।

- **খ. নিয়ত (النية):** সফরের শুরুতে গন্তব্যে যাওয়ার এবং সেখানে **১৫ দিনের কম** সময় অবস্থান করার নিয়ত থাকতে হবে। যদি কেউ ১৫ দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে, তবে সে 'মুকিম' হয়ে যাবে এবং তাকে পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে।

- **গ. লোকালয় ত্যাগ করা (مفارقة العمران):** কেবল বাড়ি থেকে বের হলেই কসর শুরু হবে না, বরং নিজের এলাকা বা শহরের বসতি (লোকালয়) পুরোপুরি অতিক্রম করার পর কসর শুরু করতে হবে।

৩. কসর পড়ার পদ্ধতি (كيفية القصر):

- **জোহর, আসর ও এশা:** এই তিন ওয়াক্তের ফরজ নামাজ ৪ রাকাতের পরিবর্তে **২ রাকাত** পড়তে হবে।

- **ফজর, মাগরিব ও বিতর:** ফজর (২ রাকাত), মাগরিব (৩ রাকাত) এবং বিতর (৩ রাকাত) নামাজে কোনো কসর নেই। এগুলো পূর্ণ পড়তে হবে।

- **সুন্নাত নামাজ:** সফর অবস্থায় চলন্ত পথে বা তাড়াহুড়া থাকলে সুন্নাত পড়া মাফ (ফজরের সুন্নাত ব্যতীত)। তবে গন্তব্যে পৌঁছে বা বিশ্রামের সময় সুন্নাত পড়া উত্তম।

দ্বিতীয় অংশ: নামাজ জমা করার বিধান (أحكام الجمع)

'জমা' (الجمع) অর্থ একত্রিত করা। দুই ওয়াক্তের নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অন্যান্য মাযহাব থেকে ভিন্ন।

১. হানাফী মাযহাবে জমার হুকুম: হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, **সময়ের পরিবর্তন করে দুই ওয়াক্ত নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া (জামাউল ওয়াক্ত) জায়েজ নেই,** একমাত্র 'হজ্জ'-এর সময় আরাফাত ও মুজদালিফা ছাড়া। সাধারণ সফরে হানাফী মাযহাবে **'জমায়ে সুরি'** (দৃশ্যত জমা) করা জায়েজ, কিন্তু **'জমায়ে হাকিকি'** (সময়ের জমা) জায়েজ নেই।

২. জমার প্রকারভেদ ও পদ্ধতি (আল-হিদায়ার আলোকে):

ক. হজ্জের সময় জমায়ে হাকিকি (প্রকৃত জমা): কেবল দুটি স্থানে সময়ের পরিবর্তন করে নামাজ জমা করা ওয়াজিব:

- **আরাফাতের ময়দানে (৯ জিলহজ্জ):** জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আসর একত্রে পড়া (**জমায়ে তাকদিম**)। শর্ত হলো—ইমামের পেছনে জামাআতে পড়া।

- **মুজদালিফায় (৯ জিলহজ্জ রাতে):** এশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিব ও এশা একত্রে পড়া (**জমায়ে তাখির**)। মাগরিবের সময় মাগরিব পড়া যাবে না।

খ. সাধারণ সফরে জমায়ে সুরি (দৃশ্যত জমা): হজ্জ ছাড়া অন্য যেকোনো সফরে বা প্রয়োজনে হানাফী মাযহাবে 'জমায়ে সুরি' করতে হয়।

- **পদ্ধতি:** প্রথম ওয়াক্তের নামাজ (যেমন জোহর) তার শেষ সময়ে পড়া এবং দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামাজ (আসর) তার শুরুর সময়ে পড়া।

    - উদাহরণ: জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগে জোহর পড়া এবং ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে আসর পড়া। এতে দেখতে মনে হয় দুই নামাজ একসাথে পড়া হলো, কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি নামাজ তার নিজস্ব ওয়াক্তেই পড়া হয়েছে।

- **দলিল:** কুরআনে বলা হয়েছে, **(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)** - "নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরজ।" তাই সময় পরিবর্তন করা জায়েজ নেই।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, সফর অবস্থায় কসর করা আল্লাহর দেওয়া বিশেষ সুবিধা এবং তা গ্রহণ করা হানাফী মতে ওয়াজিব। অন্যদিকে, হানাফী মাযহাব নামাজের সময়ের পবিত্রতা রক্ষায় অত্যন্ত কঠোর, তাই হজ্জের নির্দিষ্ট দুটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তে পড়া সমর্থন করে না। বরং 'জমায়ে সুরি'র মাধ্যমে তারা হাদিস ও কুরআনের আয়াতের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছে।

10-ناقش أحكام الإمامة في الصلاة وشروطها ومن يقدم للإمامة.

[নামাজে ইমামতির বিধান আলোচনা কর; ইমামতির শর্তসমূহ এবং কাকে ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তা বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন: নামাজে ইমামতির বিধান আলোচনা কর; ইমামতির শর্তসমূহ এবং কাকে ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তা বর্ণনা কর।

ভূমিকা: ইসলামী শরিয়তে জামাআতে নামাজ আদায় করার গুরুত্ব অপরিসীম। আর জামাআতের মূল চালিকাশক্তি হলেন 'ইমাম' বা নেতা। ইমামতি কেবল নামাজ পরিচালনা নয়, বরং এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র দায়িত্বের উত্তরাধিকার। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে ইমামতির যোগ্যতা, শর্তাবলি এবং অগ্রাধিকারের ক্রমধারা অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সঠিক ইমাম নির্বাচন নামাজের পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য।

ইমামতির বিধান বা হুকুম (حكم الإمامة):

ইমামতি করা **'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া'**। অর্থাৎ মহল্লায় বা মসজিদে যদি একজন যোগ্য ইমাম জামাআত কায়েম করেন, তবে সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে যিনি ইমামতি করবেন, তার নামাজ যদি শুদ্ধ না হয়, তবে পেছনের কারো নামাজ শুদ্ধ হবে না। **মূলনীতি: (فَسَادُ صَلَاةِ الْإِمَامِ مُفْسِدٌ لِصَلَاتِ الْمُقْتَدِي)** - "ইমামের নামাজের ফাসাদ (বাতিল হওয়া) মুক্তাদির নামাজকেও ফাসিদ করে দেয়।"

ইমামতির শর্তসমূহ (شروط الإمامة):

একজন ব্যক্তির ইমামতি সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী নিম্নোক্ত শর্তগুলো থাকা জরুরি:

১. মুসলিম হওয়া (الإسلام): ইমামকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কাফের বা মুশরিকের পেছনে নামাজ হবে না।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (البلوغ): ইমামকে অবশ্যই বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। হানাফী মাযহাব মতে, নাবালক শিশুর পেছনে প্রাপ্তবয়স্কদের ফরজ নামাজ শুদ্ধ হয়

না। (তবে নফল বা তারাবিহ নিয়ে মতভেদ থাকলেও বিশুদ্ধ মত হলো কোনো নামাজই জায়েজ নয়)।

৩. সুস্থ মস্তিষ্ক (العقل): পাগল বা মাতাল ব্যক্তির ইমামতি জায়েজ নেই।

৪. পুরুষ হওয়া (الذكورة): পুরুষদের জামাআতে ইমামকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। কোনো নারী পুরুষদের ইমাম হতে পারবে না। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **(لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا)** - "কোনো নারী যেন পুরুষের ইমামতি না করে।"

৫. কিরাত ও মাসআলা জানা: নামাজ শুদ্ধ হওয়ার মতো পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত জানা এবং নামাজের জরুরি মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা শর্ত।

৬. ওজরের থেকে মুক্ত থাকা (السلامة من الأعذار): ইমামকে এমন শারীরিক ওজর থেকে মুক্ত হতে হবে যা পবিত্রতা নষ্ট করে। যেমন—যিনি তোতলা (বিশুদ্ধ পড়তে পারেন না) তিনি সুস্থদের ইমাম হতে পারবেন না। যার প্রস্রাব ঝড়ার রোগ (মাজুর) আছে, তিনি সুস্থ মানুষের ইমাম হতে পারবেন না।

কাকে ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে? (الأحق بالإمامة):

যখন একাধিক যোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তখন কে ইমামতি করবেন? 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে হাদিসের আলোকে যোগ্যতার একটি চমৎকার ক্রমধারা (Priority List) বর্ণনা করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ:

১. আ'লামুহুম বিস-সুন্নাহ (সবচেয়ে বড় আলেম): যিনি সুন্নাহ বা শরিয়তের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। বিশেষ করে নামাজের ফিকহ সম্পর্কে যার জ্ঞান গভীর। হানাফী মাযহাবে কেবল কারী বা হাফেজ হওয়ার চেয়ে ফকিহ (আলেম) হওয়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। **হিদায়ার যুক্তি:** নামাজে অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় (যেমন সাহু সিজদা, ভুল হওয়া)। একজন কারী কেবল পড়তে জানেন, কিন্তু ফকিহ জানেন কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্তিম শয্যায় হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইমাম নিয়োগ করেছিলেন যদিও সেখানে অনেক বড় কারী উপস্থিত ছিলেন।

২. আকরাউহুম (সবচেয়ে ভালো কারী): যদি ইলমের দিক থেকে সবাই সমান হন, তবে যিনি 'আকরা' অর্থাৎ কুরআনের তিলাওয়াত ও তাজবিদে সবচেয়ে পারদর্শী, তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

৩. আওরাউহুম (সবচেয়ে মুত্তাকী): যদি ইলম ও কিরাতে সমান হন, তবে যিনি বেশি 'ওয়ার'আ' বা আল্লাহভীরু (যিনি সন্দেহজনক বিষয় থেকেও দূরে থাকেন), তিনি ইমাম হবেন।

৪. আসান্নুহুম (বয়োজ্যেষ্ঠ): উপরের গুণাবলি সমান হলে, যিনি বয়সে বড় বা ইসলাম গ্রহণে প্রবীণ, তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

৫. আহসানুহুম খুলুকান (উত্তম চরিত্রের অধিকারী): যার আখলাক বা চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।

যাদের ইমামতি মাকরুহ:

'আল-হিদায়া' মতে, শর্ত পূরণ হলেও নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ইমাম বানানো মাকরুহ বা অপছন্দনীয়:

- **ফাসিক:** যে প্রকাশ্যে কবিরা গুনাহ করে (যেমন দাড়ি কামানো, সুদখোর)।
- **বিদআতি:** যে শরিয়তে নতুন প্রথা চালু করে যা সুন্নাহর পরিপন্থী।
- **জাহিল:** যে নামাজের মাসআলা জানে না, যদিও সে কিছু সূরা মুখস্থ পারে (যদি আলেম থাকে)।
- **ঘৃণিত ব্যক্তি:** মুসল্লিরা যাকে শরিয়তসম্মত কারণে অপছন্দ করে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, ইমামতি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সম্মানের দায়িত্ব। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত শর্ত ও অগ্রাধিকারের নীতি অনুসরণ করলে সমাজে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মুসল্লিদের নামাজ ত্রুটিমুক্ত হবে। আমাদের উচিত সমাজের সবচেয়ে যোগ্য, জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা।

11-بين أحكام القبلة مع طرق تحديدها وحكم من أخطأ فيها

[কিবলা নির্ধারণের বিধান, কিবলা নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ এবং এতে ভুল করলে তার হুকুম বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন: কিবলা নির্ধারণের বিধান, কিবলা নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ এবং এতে ভুল করলে তার হুকুম বর্ণনা কর।

ভূমিকা: সালাত বা নামাজের অন্যতম ফরজ বা শর্ত হলো 'ইস্তিকবালে কিবলা' বা কিবলামুখী হওয়া। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাবা ঘরকে কিবলা নির্ধারণ করেছেন। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে কিবলা নির্ণয় এবং এ সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটির বিধান অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে (আকলি ও নকলি দলিলের সমন্বয়ে) আলোচনা করা হয়েছে।

১. কিবলা নির্ধারণের বিধান বা হুকুম (حكم استقبال القبلة):

নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য কিবলামুখী হওয়া শর্ত। তবে অবস্থানভেদে এর হুকুম ভিন্ন:

- **মক্কাবাসীর জন্য:** যারা মক্কায় হারামের ভেতরে আছেন এবং কাবা শরিফ সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন, তাদের জন্য **'আইনে কাবা'** (عين الكعبة) বা খোদ কাবা ঘরের দিকে মুখ করা ফরজ। সামান্য এদিক-সেদিক হলে নামাজ হবে না।
- **মক্কার বাইরের লোকদের জন্য:** যারা কাবা থেকে দূরে আছেন, তাদের জন্য **'জিহাতে কাবা'** (جهة الكعبة) বা কাবার দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট।
    - **আল-হিদায়ার যুক্তি:** সুদূর থেকে হুবহু কাবার মূল বিন্দুতে মুখ করা অসম্ভব বা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আর শরিয়ত সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেয় না **(تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ)**। তাই দিক ঠিক থাকলেই নামাজ হয়ে যাবে।

২. কিবলা নির্ধারণের পদ্ধতি (طرق تحديد القبلة):

কিবলা নির্ধারণের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়:

- **ক. প্রত্যক্ষ দর্শন:** যারা কাবা দেখতে পান, তারা দেখে ঠিক করবেন।
- **খ. সংবাদ বা খবর:** যদি কেউ এমন জায়গায় থাকে যেখানে কিবলা জানা নেই, তবে স্থানীয় বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করবে।
- **গ. আলামত বা নিদর্শন:** যদি জিজ্ঞেস করার লোক না থাকে (যেমন—জঙ্গলে বা রাতের আঁধারে), তবে চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র বা পাহাড়ের অবস্থান দেখে কিবলা নির্ণয় করবে। মসজিদে থাকলে 'মেহরাব' দেখে নির্ণয় করবে।
- **ঘ. তাহাররি বা প্রবল ধারণা:** যদি ওপরের কোনো উপায় না থাকে (যেমন—ঘুটঘুটে অন্ধকার, আকাশ মেঘলা, এবং জিজ্ঞেস করার কেউ নেই), তখন **'তাহাররি'** (التحري) করতে হবে।
    - **তাহাররি কী?** তাহাররি হলো—অন্তর ও বিবেকের রায়ের ওপর ভিত্তি করে চিন্তা-ভাবনা করা এবং প্রবল ধারণার ওপর আমল করা। মন যেদিকে সাক্ষ্য দিবে, সেদিকেই নামাজ পড়বে।

৩. কিবলা নির্ধারণে ভুল হলে তার হুকুম (حكم من أخطأ في القبلة):

'আল-হিদায়া' কিতাবে এই মাসআলাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এটি মূলত 'তাহাররি'র ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

অবস্থা-১: নামাজ পড়ার পর ভুল ধরা পড়লে: যদি কোনো ব্যক্তি 'তাহাররি' বা চিন্তা-ভাবনা করে একটি দিক ঠিক করল এবং সেদিকে নামাজ পড়ল। কিন্তু নামাজ শেষ হওয়ার পর জানতে পারল যে, সে ভুল দিকে নামাজ পড়েছে।

- **হুকুম:** তার নামাজ **সহীহ বা শুদ্ধ** হয়ে গেছে। পুনরায় নামাজ পড়ার দরকার নেই।
- **আল-হিদায়ার দলিল:**
    - রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জমানায় সাহাবায়ে কেরাম একবার মেঘলা দিনে ইজতিহাদ করে নামাজ পড়েন। পরে সূর্য উঠলে দেখা গেল তারা ভুল দিকে পড়েছেন। কিন্তু নবীজি (সা.) তাদেরকে পুনরায় নামাজ পড়ার নির্দেশ দেননি।
    - আল্লাহ তাআলা বলেন: **(فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)** - "তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহ আছেন।"

- **যুক্তি:** ভুল ধরা পড়ার পর নামাজ কাজা করতে বলা হলে মানুষের জন্য তা কষ্টকর (Haraj) হবে। আর শরিয়ত কষ্ট লাঘব করতে চায়।

অবস্থা-২: নামাজরত অবস্থায় ভুল ধরা পড়লে: যদি 'তাহাররি' করে নামাজ শুরু করার পর নামাজের মাঝখানে জানতে পারে (বা কেউ ইশারা করে) যে কিবলা অন্য দিকে।

- **হুকুম:** নামাজ না ভেঙে সাথে সাথে শরীর ঘুরিয়ে সঠিক কিবলার দিকে ফিরে যেতে হবে এবং বাকি নামাজ পূর্ণ করতে হবে।
- **দলিল:** মসজিদে কুবায় সাহাবীরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় একজন এসে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের সংবাদ দিলে তাঁরা নামাজরত অবস্থায়ই কাবার দিকে ঘুরে গিয়েছিলেন।

অবস্থা-৩: তাহাররি না করে ভুল দিকে নামাজ পড়লে: যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা (তাহাররি) না করে এবং কাউকে জিজ্ঞেস না করে নিজের ইচ্ছামতো ভুল দিকে নামাজ পড়ে।

- **হুকুম:** তার নামাজ **সহীহ হবে না**। তাকে অবশ্যই নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। কারণ সে শরিয়তের নির্দেশ (চেষ্টা করা) পালন করেনি।
- *তবে,* যদি না জেনে পড়ে কিন্তু ঘটনাক্রমে তা সঠিক কিবলার দিকেই হয়, তবে হানাফী মাযহাব মতে নামাজ হয়ে যাবে (যদিও সে গুনাগার হবে)।

অবস্থা-৪: মতভেদের ক্ষেত্রে: যদি একাধিক লোক অন্ধকারে থাকে এবং তাহাররি করার পর একেকজনের রায় একেক দিকে হয়, তবে প্রত্যেকে নিজ নিজ রায় অনুযায়ী আলাদা আলাদা দিকে ফিরে নামাজ পড়বে। কেউ কারো অনুসরণ করবে না।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, কিবলামুখী হওয়া নামাজের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলেও আল্লাহ তাআলা অপারগ অবস্থায় বান্দার প্রচেষ্টাকেই কবুল করেন। 'আল-হিদায়া'র আলোকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সাধ্যমতো চেষ্টা বা 'তাহাররি' করার পর যদি ভুলও হয়, তবুও আল্লাহ সেই নামাজ কবুল করে নেন। এটি ইসলামী শরিয়তের সহজতা ও মহানুভবতার পরিচয়।